যুগান্তর

তারিখ 19 APR 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

মানসম্পন্ন শিক্ষকের সন্ধানে

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এদেশে মানসম্পন্ন শিক্ষক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। এদেশে চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি এদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এদেশের মানুষকে কেরানি বানানোর জন্যই তারা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছিল, তাই এদেশে যারা শিক্ষিত হচ্ছে অদ্যাবধি তারা চাকরির সন্ধানেই রয়ে গেছে। এদেশ দু'বার স্বাধীনতা লাভ করলেও শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়নি। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাটিই অবহেলিত রয়ে গেছে। এ ব্যবস্থায় যারা ডিগ্রি অর্জনে সক্ষম হচ্ছে, তারা চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে এবং মেধাবানরা আকর্ষণীয় চাকরির ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান করে নিতেও পারছে। এ ধারাবাহিকতায় শিক্ষা ব্যবস্থা আকর্ষণীয় না হওয়ায় মেধাবানদের শিক্ষকতায় উৎসাহিত হতে দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের জোগান তেমন একটা হচ্ছে না। তাই শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা বর্ণনা করাও কষ্টকর।

কিন্তু এদেশের মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে হলে বলিষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই গড়তে হবে। মানসম্পন্ন শিক্ষক অপরিহার্য বিধায় অবশ্যই তা জোগাড় করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণও তাই নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগের সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ নীতিমালা গ্রহণ করা জরুরি। এ নীতিমালায় প্রথমত, পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করতে হবে। শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করতে হলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে হবে সর্বাগ্রে। এরপর শিক্ষকদের আকর্ষণীয় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এভাবে মেধাবান শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে যোগ্য শিক্ষকের জোগান নিশ্চিত করার পথ সুগম হতে পারে। এভাবে নির্বাচিত শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। শিক্ষক মেধাবান হলে পাঠদানে সফল নাও হতে পারেন। কারণ পাঠদান একটি কলা এবং এ কলায় পারদর্শী করার জন্যই শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা জরুরি। শিক্ষক প্রশিক্ষণে নিয়োজিতরা যেহেতু শিক্ষক, তাই তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করতে হবে।

মেধাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার পর তাদের প্রতি সামাজিক আচরণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

মেধাবী প্রশিক্ষিত শিক্ষকের জোগান নিশ্চিত করার পর শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তাদের মুখ্য ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারলে তাদের মাঝে পেশাগত তৃপ্তি আসতে পারে। শিক্ষক হিসেবে মর্যাদাবান এবং পেশাগত তৃপ্তির নিশ্চয়তা এ পেশায় নতুনদের আকৃষ্ট করবে। এভাবে শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করার তৎপরতা চালালে মেধাবান শিক্ষার্থীদের এ পেশায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। মেধাবান শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত করতে সাফল্য অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম প্রণয়ন করে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীর সঠিক গতিপথের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। মেধাবান শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা পাঠদানের প্রস্তুতি সম্পন্ন মাত্র। শিক্ষকদের পাঠদানের পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়টিও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক পরিবেশে মেধাবান ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক পাঠদানে সফল হলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার বাধা অপসারিত হবে এবং তার (শিক্ষার্থীর) পক্ষে সহজেই তা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। উল্লেখ্য, কেউ কাউকে শিক্ষা দিতে পারে না বরং শিক্ষা গ্রহণে সহায়তাই করতে পারে। অর্থাৎ পাঠদান কার্যক্রমটি সহায়তা প্রদানের জন্যই পরিচালিত হয়ে থাকে। উত্তম পরিবেশে উত্তম ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সক্রিয় সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থী সহজেই শিক্ষা গ্রহণে সাফল্য অর্জন করতে পারে। শিক্ষার্থী সুষ্ঠু এবং সফলভাবে শিক্ষা অর্জনে এগিয়ে যেতে পারলে তার সুশিক্ষার পথ হতে পারে সহজতর। শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীকে সফল করে তোলার মাঝেই শিক্ষকের সাফল্য এবং এক্ষেত্রে শিক্ষকের সাফল্য মানেই শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণে অব্যাহত সাফল্য। শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণে সুফল হলে তার মৌলিক জ্ঞানের পরিধি স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হবে। আর শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ নিশ্চিত করার পথ প্রশস্ত হলেই শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ নিশ্চিত হতে পারে।

এমজি মহিউদ্দীন আহম্মদ
সাবেক ব্যাংকার, ঢাকা